মেহেরপুর থেকে ছিনতাই ট্রাক দামুড়হুদা থেকে উদ্ধার

মেহেরপুরের শতাব্দী ফিলিং স্টেশন থেকে ট্রাক হেলপার নাহিদ হাসানকে(২১) হাত-পা বেঁধে ট্রাক ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে।

তবে পালিয়ে যাওয়ার পথে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের তালসারী কাঁচা রাস্তা নামক স্থানে এসে ট্রাকটি খাদে আটকে যায়। পরে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেলেও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হেলপারকে ফেলে রেখে যায়।

শুক্রবার সাড়ে ৬টার দিকে তালসারীর কাঁচা রাস্তা থেকে ট্রাকসহ হেলপারকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

ট্রাক হেলপার নাহিদ হাসান বলেন, ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক রাত ১টার দিকে আমাকে মেহেরপুরের শতাব্দি ফিলিং স্টেশন থেকে হাত-পা বেঁধে ৩ জন দুর্বৃত্ত ট্রাক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

ট্রাক হেলপার নাহিদ হাসান মেহেরপুরের খন্দকার পাড়ার ছাব্দার আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ট্রাকটি ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার সময় তালসারী কাঁচা রাস্তার একটি স্থানে এসে খাদে আটকে যায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় এবং হেলপার নাহিদ হাসানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।

এদিকে ঘটনাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ট্রাকের মালিক মুজুল হোসেন ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে তিনি ট্রাকসহ হেলপারকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এ ঘটনায় তিনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি বলে জানা গেছে।

ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠা ট্রাকটির নম্বর ঢাকা মেট্রো-ট-২০-৭৬৩৭। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান,রাতের আঁধারে ট্রাক ছিনতাই এবং একজন শ্রমিককে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যাওয়ার এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ঘটনায় জড়িতদের পরিচয় ও ছিনতাইয়ের পেছনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে রাতের আঁধারে তিন বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনীতে রাতের আঁধারে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা।

শনিবার (১৫ আগস্ট) সকালে মাঠে গিয়ে কলাগাছ কাটা অবস্থায় দেখতে পান জমির মালিকরা। পরে স্থানীয়দের ও পুলিশকে বিষয়টি জানান ভুক্তভোগীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মাঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরগোয়াল গ্রামের কৃষক আব্দুল গনি, মাহফুজ, জিল্লুর, পল্টু মিয়া, আলফাজ ও রিপনের প্রায় তিন বিঘা জমিতে কলার চাষ করা হয়েছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ জমি বর্গা নিয়ে চাষ করা হয়। শুক্রবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা ওই জমিতে প্রবেশ করে প্রতিটি কলাগাছ কেটে দুই খণ্ড করে দেয়। সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, ধারদেনা করে ও শ্রম দিয়ে তারা কলার বাগান তৈরি করেছিলেন। গাছগুলোতে ফলন আসার সময় এমন ঘটনা ঘটায় তারা আর্থিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তারা জানেন না। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

একই এলাকার সোহেল বলেন, “গত তিন বছরে কৃষকের কষ্টে উৎপাদিত ফসল নষ্টের ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। অপরাধীরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় এমন ঘৃণ্য কাজ প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। এসব অপরাধী আইনের আওতায় না আসা পর্যন্ত কৃষকের ফসল মাঠে নিরাপদ নয়।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ চৌধুরী জানান, চরগোয়াল গ্রামের মাঠে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির কলাগাছ রাতের আঁধারে কেটে দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছে। ঘটনার সঙ্গে

জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়ায় রাতে ১ বিঘা জমির লাউক্ষেত কেটে ছারখার করেছে দুর্বৃত্তরা

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া সিটিগাড়ী মাঠে রাতের আঁধারে এক কৃষকের স্বপ্ন ভাসিয়ে দিয়েছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। কৃষক আবদাল হোসেনের ১ বিঘা জমির লাউয়ের ক্ষেত কেটে সম্পূর্ণ তছরুপ করা হয়েছে। r

এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষক আবদাল হোসেন অনেক পরিশ্রম ও স্বপ্ন নিয়ে সিটিগাড়ী মাঠে ১ বিঘা জমিতে লাউয়ের চাষ করেছিলেন। সম্প্রতি লাউগাছে ফুল ও জালি আসতে শুরু করেছিল।

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে লাউ বিক্রি শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু গত শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাচায় থাকা লাউগাছগুলোর গোড়া কেঁটে দেয়।

সকালে ক্ষেতে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন কৃষক আবদাল। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, “গাছে ফুল আর জালি আসছিল। কয়দিন পরেই বাজারে তোলার কথা। কার সাথে কী শত্রুতা ছিল জানি না, কিন্তু আমার এভাবে পেটে লাথি মারল!” ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় অন্যান্য কৃষকদের মধ্যেও আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

তারা এ ধরনের জঘন্য ও বর্বর কাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং জড়িত দুর্বৃত্তদের দ্রুত চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এ বিষয়ে ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান জানান, খেতের ফসল কাটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। বিষয়টি আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত

গাংনীতে চাঁদার দাবিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি

মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদার দাবিতে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ রোববার সকালে কাথুলী ইউনিয়নের সহগোলপুর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের বাড়ির পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু ও চাঁদা দাবির চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রবাসী মিঠুন সহগোলপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। এ ঘটনায় মিঠুনের পরিবারসহ এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে,শ্রদ্ধেয় মামা সালাম নিবেন আশা করি ভালোই আছেন বিল্ডিং অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক টাকা খরচ তাইনা ? এলাকার বড় ভাইদের মিষ্টি দিলেন না তাই আমরা সোশাল মিষ্টি পাঠালাম আমাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য এই নাম্বার ০১৯৩৬-০২৪২৫৩ নগত ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবেন, না দিলে ছেলে ও বিল্ডিং দুইটায় হারাবেন। নগত বা বিকাশে টাকা না দিতে পারেন তাহলে নারগিসের বাথরুমের পিছনে ২টা ৪৮ মিনিটের সময় রেখে আসবেন।

সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের চাচাতো ভাই নাজমুল জানান, তাদের নির্মানাধীন বাড়ির পাশে একটি মিষ্টির প্যাকেটে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। চিরকুটে দেড়লাখ টাকা মিষ্টি খাওয়ার জন্য দাবি করেছে। স্থানীয় মুসল্লীরা সকালে প্যাকেট দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয় পরে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করলে তারা চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য বস্তু নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস বলেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বোমা সদৃশ্য বস্তু রাখতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা

হচ্ছে। এটি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে শত্রুতামূলক বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন দিগলকান্দি গুচ্ছ গ্রামের চিনিরদোপ মাঠে শত্রুতামুলক ভুট্টা গাছ কেটে তছরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

গত সোমবার ও মঙ্গলবার পরপর দুই রাতে প্রায় এক বিঘা জমির বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, গুচ্ছ গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলাম ৪০ হাজার টাকায় দুই বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে আসছে। চলতি মৌসুমে ঐ দুই বিঘা জমিতে তিনি ভুট্টার আবাদ করেছেন। ভুট্টা গাছগুলো বর্তমানে বাড়ন্ত অবস্থায় মাঠে দন্ডায়মান আছে। এক দেড় মাসের মধ্যে গাছগুলোতো ফল আসা শুরু করবে।

এরই মাঝে পরপর দুই রাতে শত্রুতামূলক কে বা কারা বিক্ষিপ্ত ভাবে ভুট্টার গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে। দরিদ্র পরিবারের তিল তিল করে কষ্টে গড়া ফসলের এমন ক্ষতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েন কৃষকের স্ত্রী রিনা খাতুন।

তিনি বলেন, অনেক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে পরিশ্রমের টাকা দিয়ে তিল তিল করে এই ফসল আবাদ করছি। কিন্তু শত্রুতামূলক কে বা কারা আমার এই ক্ষতি করেছে আমি তাদের বিচার চাই।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শরিফুল বলেন, এ পর্যন্ত জমিতে আমার প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে ফসল টা তুলতে পারলে ১ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হতো এখন আমার সবই দন্ড।

এবিষয়ে তিনি গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার মুরারীদহ গ্রামের শিপনের পানের বরজ রাতের আধারে ঘাস পোড়ানো ঔষুধ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (২৭জুলাই) রাতে এক বিঘা জমির পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো কে বা কেহারা! এ ব্যাপারে সখি খাতুন ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছে।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো শুত্রুতা করে। মানুষ মরে গেলেও এমন কান্না দেখা যায়না। কান্না যেন থমাছেই না তাদের। একটি এতিম পরিবারের ৮ জনের খাবার দেবে কে? একটি পানের বরজ পোড়ানো মানে একটি পরিবার শেষ করে দেওয়া।

বরজের মালিক শিপন জানান, মাঠে পানের বরজে গিয়ে দেখতে পায় ঘাস পোড়া কীটনাশক ব্যবহার করে পান নষ্ট করে দিয়েছে। আমার এক বিঘা জমি ধরন্ত পান ছিলো। যা সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। এতে আমার ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যা পোষাবার নয়। আমার বড় ভাই ৪ বছর আগে মারা গেছে। তাদের দুইটি মেয়ে ও আমার ভাবী আছে। অসুস্থ মা-বাবা আছে। আমার সন্তানসহ স্ত্রী রয়েছে। এই পানের বরজ দিয়ে ৮জন লোকের মুখের ভাত যোগাড় করতাম। এখন আমার এই পরিবারের সকল সদস্যের মুখের ভাত বন্ধ হয়ে গেলো। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে এর সুষ্ঠু বিচার কামনা করেন।

সরকারী রাস্তার মেহগনি গাছ কেটে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (খএঊউ)’র আওতাধীন সরকারী রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৫ নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ধোপাবিলা বারো কুদালিয়া

গ্রামের রাস্তার পাশ থেকে এই গাছ কাটা হয়েছে বলে জানা যায়।

এই গাছ কাটার অভিযোগ ওই একই গ্রামের , মোঃ ছানার মন্ডলের ছেলে লিটন বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা জানান, সরকারী রাস্তার গাছ লিটন অবৈধভাবে কেটে নিচ্ছেন, তার ভয়ে কেই তাকে প্রতিবাদ করার শাহস পাচ্ছেনা। তারা আরও বলেন গাছ গুলো কেটে ফেললে সরকারের ক্ষতি হবে পাশাপাশি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। স্থানীয় জনগন নিরাপত্তা এবং সুশিতল ছায়া ও পরিবেশ রক্ষার সার্থে গাছ গুলো রক্ষার দাবী জানান তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গত দুই দিন ধরে ১৩ ও ১৪ ই ডিসেম্বর, রাস্তার পাশের প্রায় ৩০ টা গাছ কাটা হয়েছে। গাছ কেটে শেষে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তারা সন্দেহ করছেন যে এর পেছনে কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য রয়েছে। উপজেলা প্রশাসনকে জানালে তারা গাছগুলো এলজিইডি’র বলে জানান এবং তারা এব্যপারে পদক্ষেপ নিবে বলে আশা করেন।

এই গাছ কাটার ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে, এলজিইডি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা বিষয়টি দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এব্যাপারে ভিকটিম লিটন জানান গাছ গুলো আমাদের লাগানো এখন বড় হয়েগেছে তাই কেটে নিচ্ছি।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষকের ভূট্টা ক্ষেত কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঋণ-ধার করা অর্থ দিয়ে ৪০শতক জমিতে ভূট্টা আবাদ করেছিলেন কৃষক আজিজুল হক মুন্সী চান। আর কদিন পরেই ঘরে তুলবে ভূট্টা ঋণের টাকা পরিশোধ করবে বলে আশায় বুক বেধেছিল, সাথে সাথে আসবে সংসারের স্বচ্ছলতা। কিন্তু দূর্বৃত্তরা সেই ফসল রাতের আধারে কেটে নষ্ট করায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক।

ঘটনাটি ঘটেছে ২৫ জানুয়ারি দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের দোবিলা গ্রামে। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে

দোবিলা গ্রামের নিরীহ কৃষক আজিজুল হক মুন্সী (চাঁন) এর ৬০ শতক জমির মধ্যে ৪০ শতক জমির ভুট্টা গাছ কেটে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক আজিজুল হক বলেন, আমি বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন করে এই ভূট্টা চাষ করেছিলাম। মানুষের কি এমন ক্ষতি করেছি যে মাঝে মধ্যেই আমার উৎপাদিত ফসল বিনষ্ট করে। ইতি পূর্বে আমার বাড়ি নির্মাণের সময়ে তাঁরা আমাকে মারধর করেছে, এবার আবার রাতের আঁধারে তারা আমার চলতি মৌসুমে ৪০ শতক জমির ভূট্টা গাছ কেটে দিয়েছে। এতে আমার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন ঋণের দায়ে পথে বসে গেছি। কৃষক চাঁন তার কষ্টার্জিত ভুট্টার ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেংগে পড়েন।

এলাকার বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন জানান, গ্রামের ফসল এভাবে যারা ক্ষতি করে তারা মানুষের আওতায় পড়ে না। গ্রামে একে অপরের মধ্যে শত্রুতা থাকতে পারে তারমানে এই নয় যে, কারো ফসল ক্ষতি করবো। আসলে এটা একটা দন্ডনীয় অপরাধ এদরকে চিহ্নিত কর আইনের আওতায় আনার দাবী জানায়।

ভায়না ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নজরুলল ইসলাম জানান, একজন চাষির ফসল এভাবে কেটে দেওয়ায় আমি হতবাক। তাছাড়া আমি এঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ফসলী জমি পরিদর্শন করে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি অফিসার শাহীন ইসলাম।

এদিকে হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন আজ (২৯ জানুয়ারি) সোমবার এব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে, অপরাধী যেই হোক খুব শিগ্রই সে আইনের আওতায় আসবে বলে জানান।